নিরুদ্দেশ সম্পর্কে ঘোষণা

দেবীপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়

১

শহরের জঞ্জাল ফেলার বিনটা উল্টে পড়ে আছে রাস্তায়। ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ে আছে জঞ্জালের স্তূপ। ওদের শহুরে মানুষের সুখ স্বাচ্ছন্দ্য বা আমোদ আহ্লাদ এর যাদু বাস্তবিক রূপও বলা চলে। হাতে গ্লাভস আর নাকে মাস্ক পরে সরকারি দুজন মানুষ খুঁজে খুঁজে দেখছে কিছু লুকিয়ে আছে কিনা যা প্রত্নতাত্বিক গুরুত্বে দামী হতে পারে।

আপাতত পাওয়া গেছে একটা তারা মাছের ফসিল, একটা জং ধরা পিস্তল, দুপাটি দুরকম এর চটি - পরিযায়ী শ্রমিকদের হতে পারে, দস্তা খানেক ডাক্তারের প্রেসক্রিপশন বা ওষুধ এর বিল, একটা নৌকার নোঙর এর মত দেখতে ধাতব বস্তু, কয়েক টা স্যালাইন এর ফাঁকা কাঁচের বোতল, ভাঙেনি একটাও। আর কিছু খুচরো পয়সা।

নিজেদের মধ্যে কি একটা নিয়ে আলোচনা করছিল ওরা। থমকে দাঁড়িয়ে। সদ্যজাত বাচ্চার দুজোড়া মোজা দেখে। বেশ নতুন। কালচে রক্তের দাগ না থাকলে একেবারেই নতুন বলা যেত। জরায়ুর মধ্যে থেকে আর মোজা পড়ার অবকাশ আসেনি মনে হয়। অবকাশ আসার কথা ও ছিলনা কারন তেমন টাই নির্দিষ্ট ছিল।

আশেপাশে ঘুরছিল একটা কুকুর। অনেক অনেক দিনের পুরনো বুড়ো জীর্ণ লোম ওঠা একটা কুকুর। আনুবিস নামের এই কুকুর ওসিরিস এর শরীরের টুকরোর খোঁজে বন্যায় ভেসে যাওয়া নীল নদের পাড়ে শুঁকে শুঁকে বেড়াতো।

২

কিছুকাল হলো, উপন্যাস লিখতে পারে এমন মানুষ পৃথিবী থেকে বিদায় নিয়েছে। খবরটা কেউ দেয়নি তাকে। কেই বা দেবে?আর কেনই বা? এই কয়েকদিন জেলের মধ্যে থেকে সে শুধু শুনেছে জেলের বাইরে পৃথিবীটার শেষ হয়ে যাওয়ার গান। চোখের সামনে প্রায় ই দেখতে পেয়েছে কাজ করা অন্তর্বাস, ছবি ওয়ালা ম্যাগাজিন, পুতুলনাচের সিডি। বিদ্রোহ করেনি। বিপ্লবের প্রশ্নই ওঠেনা। চারপাশের দেওয়ালে খিস্তি খেউর এর আঁকিবুকি।

তেমন কেউ আত্মীয় পরিজন ও নেই যার জন্যে ভাবনা চিন্তা হবে। আর থাকলেও তারা এতদিনে সুনাগরিক এর মত রাষ্ট্র আর ঈশ্বর এর কথা মেনে নিজের নিজের চিলেকোঠায় আত্মহত্যা করে নিয়েছে। যেমন টা নির্দেশ ছিল।

শুধু তার ফাঁসির দিন এখনও আসেনি। সেই কবে থেকে ভাবছে কালো কাপড় টার কথা, মুখ টা ঢেকে দেবে ওরা, গলায় প্রথমে একটা চাপ পড়বে - দড়ি টা ঠিক মত বসেছে কিনা। তারপরে বিকট শব্দ হবে - চামড়া মাংস পেশী থেকে একটা চাপ গলার হাড়ের সব প্রতিরোধ ভেঙে দেবে। অন্ধকার ঠান্ডা নিস্তব্ধ। ঠিক যেন বাস্তব।

এমনি অন্ধকার ঠান্ডা নিস্তব্ধ ছিল সেই রাত টা। সবাই চলে গিয়েছিল। তার চোখদুটো এসেছিল জড়িয়ে। প্রথমে এলো ঘুম। তারপর এলো পুলিশ। শুধু কাকে খুন করেছে সেটাই জানা হলো না। আর পৃথিবী তে সে কথা জানানোর কেউ নেই। বোধ হয় ফাঁসি দেওয়ার মানুষগুলোও জনহীন কোনো রাস্তা ধরে হাঁটছে আর হাঁটছে। জ্বরে পুড়ে যাচ্ছে গা। ওরা জানতেও পারবেনা ওদের অপরাধী আসলে একটা গাছের নিচে বসে, মাথার ওপর পাতা ভর্তি আলাপী শাখা। সারারাত চলবে গল্প শোনার অপেক্ষা।

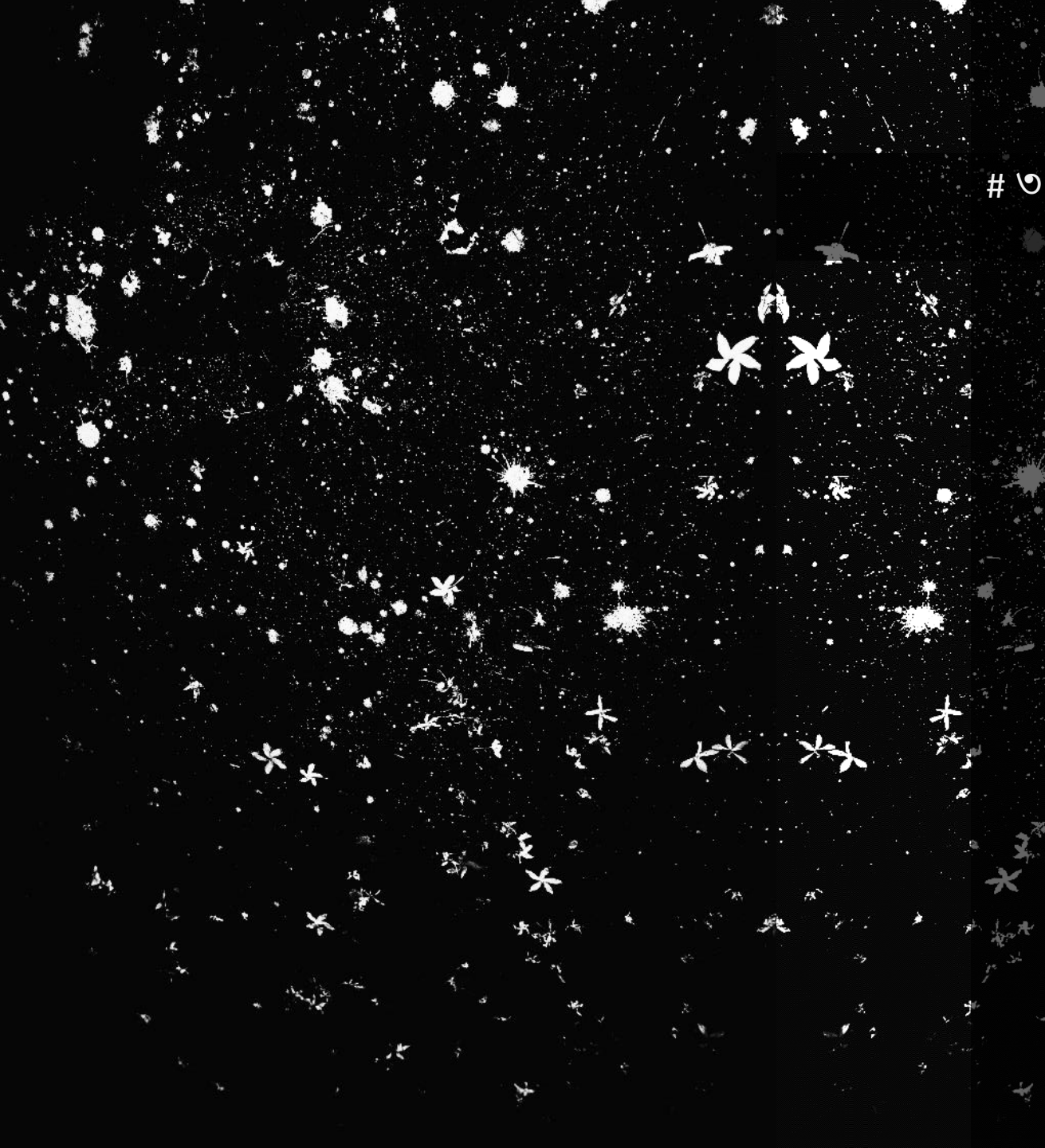

৩

বারবার বলেছিলাম রাতে শোওয়ার আগে আলমারির দরজা ভালো করে বন্ধ রাখতে। নাহলে জামা প্যান্ট পাজামা মোজা এমন কি অন্তর্বাস থেকে রুমাল সবাই একে একে বাইরে বেরিয়ে আসবে।

হলোও তাই। হালকা বলে রুমাল আর অন্তর্বাস গুলো উড়তে লাগলো হাওয়ায়। ছড়িয়ে পড়লো সারা শহর জুড়ে। কোনটা কার রুমাল, কোনটা কার অন্তর্বাস আলাদা করে সাধ্য কার? সুখ্যাতির রুমাল আর কুকর্মের রুমাল একসাথে জড়িয়ে গেলো। আত্মসম্মানের ফুল আর পাতার ছাপ এসে পড়লো একাকিত্বের সাদায়। উল্লাস এর রঙ পান্ডুর হলো যন্ত্রণার হাসিতে। এ যেন এক মহামিলন এর উৎসব। শেষ হওয়ার আগে টা এত্তো হুল্লোড়ে ভরা হতে পারে ভাবেনি কেউ।

একটা সময় সব শান্ত হলো ধীরেধীরে। রাত গভীর হলো। আকাশের ছায়াপথ এসে মিশে গেলো পৃথিবীর রাস্তায় পাতা রুমাল এর ফুলে। সব যেনো একাকার। সারা পৃথিবীতে একসাথে রাত নেমেছে এই প্রথম। অনির্বচনীয় সেই সৌন্দর্য্য। কুচি কুচি বরফ পড়ছে রুমালের ফুলে।

কিচ কিচ শব্দ আসছে শুধু একটা। কিছু ইঁদুর বোধ হয় এখনো মরেনি। খেলা করছে ইঁদুর কল নিয়ে।

৪

ভাঙা স্কুল বাড়ি নিয়ে তথ্যচিত্র বানাচ্ছিলাম। অসম্পূর্ণ থেকে গেলো আপাতত। হঠাৎ করেই দেশে দেশে একসাথে বেজে উঠলো যুদ্ধের সাইরেন। কে করছে যুদ্ধ, কার সাথে, কেনো, কবে শেষ এসব উত্তর জানার সুযোগ ই এলোনা। কোনো ক্রমে প্রাণ হাতে নিয়ে একটা মোটেলে আশ্রয় নিয়েছি। আরশোলা আছে ঘরে। চোখে পড়েছে। বাথরুম টাও পরিচ্ছন্ন না সেটা বলার অপেক্ষা রাখেনা। তাও দাগ ছোপ ধরা হলদেটে সাদা বাথটবে জল ভরে নিলাম। সারা পোশাক ভর্তি গুটি গুটি দাগ। কি থেকে লেগেছে জানিনা। পোশাক খুলেও শান্তি নেই। শরীরেও একই রকম গুটি বেরোনো শুরু হচ্ছে। সময় নষ্ট না করে বাথটাবের জলে ডুবিয়ে দিলাম নিজেকে। পায়ের আঙ্গুল গুলো শুধু জলের ওপরে মাথা তুলে আছে। আমার দৃষ্টি স্থির। হলদে বালবের আলোয় বেশ দেখতে পেলাম আমার দুটো পা এক রকম না। বেশ বদলে গেছে। কোনো একটা অন্য প্রাণী যেনো গ্রাস করছে আমাকে আস্তেআস্তে। তাহলে এটাই কি যুদ্ধ? একেই আসলে যুদ্ধ বলে? ওঠার শক্তি চলে গেছে।যেনো লোহার তার দিয়ে কেউ বেঁধে ফেলেছে আমাকে, যেমন করে এতোদিন বেঁধে ফেলত গ্রাম আর দেশের সীমানা। শরীরে চোখে মুখে মাথায় আস্তে আস্তে ঝিম ধরা ক্লান্তি টা বাড়ছে। শ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছে হয়ত, কিন্তু জল থেকে উঠতে ইচ্ছে করছে না। ঘুম নেমে আসবে এখনই। ঘুম ভাঙ্গার অপেক্ষা করা ছাড়া আমার কাছে আর কোনো উপায় নেই যে।

৫

দীর্ঘ দিন ধরে ইঁটের নিচে যেমন চাপা পড়ে থাকে সাদাটে ফ্যাকাশে জীর্ণ রক্তবিহীন একটুকরো সময়, আধমরা কিন্তু তাও যেন নিশ্বাস পড়ছে শুধু এই দিনটার প্রত্যাশায়, তেমনি হাজার হাজার বছর এমন একটা মুহূর্তের অপেক্ষায় ছিল লক্ষ লক্ষ কীট। যেন এক অজ্ঞাত সুতীব্র মায়াজালে তাদের বন্ধ করে রেখেছিল সময়ের হিমবাহ, যেন লোভের নেশায় চুর করে রেখেছিল আদিম সমস্ত সত্যকে, যেন হিংস্র দাঁত লুকিয়ে রাখা হয়েছিল অদৃশ্য কোটরে যাতে সে সুখলতা দেখলেই চিবিয়ে খেতে পারে।

মনে পড়ছে সেই বাঁশিওয়ালাকে, ফ্লাইওভারের নিচে মাথা গুঁজে বৃষ্টি আটকাতো আর গুটখা খাওয়া দাঁত বার করে হাসতো? মনে পড়ছে সেই বালিশওয়ালাকে, খটাশ খটাশ শব্দে জানান দিত তার কাছে এত নরম তুলো আছে যা সারা পৃথিবীকে ঘুম পাড়াতে পারে? মনে পড়ছে সেই মহুয়াওয়ালাকে, যে মহুয়ার বনে গন্ধে বুঁদ হয়ে ঝুড়ি নিয়ে পথ চেয়ে থাকতো, কখন একটা ভুটভুটি আসবে তাকে জনপদে ফেরত আনতে? ফ্লাইওভার ভেঙে পড়েছে, ঘুমিয়ে পড়েছে পৃথিবী, ভুটভুটি ও আর আসেনি।

মনে পড়ে সেই সিনেমায় দেখা সিনেমা ওয়ালাকে, আগুনে পুড়ে যাচ্ছিল চারপাশ, কেউ যেন তাকে ডাকছিল পর্দার মধ্যে - আসুন কত্তাবাবু, দেরি করবেন না, অন্ধকার হয়ে এলো, দেখি কতদূর যাওয়া যায় !!

ওরা সবাই এখানে লুকিয়ে ছিল কোনো না কোনো দিন, কোনো না কোনো ভাবে।

৬

তার বয়সি মেয়েদের সবারই প্রায় বিয়ে হয়ে গিয়েছে।কেউ কেউ মা ও হয়েছে। কেউ খুবই প্রতিষ্ঠিত। সে স্কুলে পড়ানো ছেড়ে বাড়িতেই টিউশনি করছে কিছু দিন হলো। একগুচ্ছ গোয়াঁর একরোখা উচ্চাকাঙ্খী প্রতিযোগীদের নিয়ে সন্ধ্যে কাটায় একজন পাঁচিল চাপা পড়ে হাঁসফাঁস করতে থাকা ক্ষীণ জীবি। বেশ খানিকটা নিষ্ফলা আকাঙ্ক্ষা নিয়ে একবার একজন কে হাত দেখতে গিয়েছিল মেয়েটি। উত্তর এসেছিল ছেলেটি হবে পথিক বা ভবঘুরে। ড্রাইভার ও হতে পারে। মোটমাট চলমান জীবনে গতিময় এটা স্বত্তা। বেশ মনে ধরেছিল কথাটা। কত কথাই তো বিশ্বাস করতে ভালোলাগে। সেইটুকু নিয়েই কাটছিল দিন, একটা অভ্যস্ত বিন্যাসে, শুন্যতা নয়, একটা নাছোড়বান্দা অস্তিত্ব।

আজ আর তাকে নিয়ে মস্করা করার মানুষ পাওয়া দুষ্কর। এইদিনটার অপেক্ষাতেই বোধ হয় তার শরীর-এ ছন্দ জাগতো, চোখ বুজলে স্পর্শ করতো কালো ঘোড়ার লোম। মাঝেমধ্যেই মধ্যরাতে আকাশের দিকে চেয়ে মনপ্রানে চাইতো নেমে আসুক ভয়ংকর প্রাকৃতিক বিপর্যয়।

আজকাল বাড়ির কাছের স্টেশনে ট্রেন আসেনা। এখন সে শান্তিতে স্টেশনে গিয়ে একলা বসার অবকাশ পাবে। ট্রেনেই আসবে এমন টাই বা কেনো, ট্রেনলাইন বরাবর হাঁটতে হাঁটতে ও তো কেউ আসতেই পারে। নয় কি?

৭

ল্যাপটপ টা ঝপ করে বন্ধ হলো।একটা অদ্ভুত স্ক্রীন চোখের সামনে ফুটে উঠলো।বিদঘুটে কিছু মুখ। দুর্বোধ্য কিছু সংকেত আর ছবি আসছে যা বোঝার উপায় পাচ্ছিনা। খানিক পরে বোধগম্য একটা বার্তা এলো - ফিরে এসো, তোমার কাজ শেষ।

বুঝলাম ওরা আমার জন্যে অপেক্ষা করছে। মনে পড়ছে আস্তে আস্তে সব কথা। সত্যিই তো আমার তো এটাই করার কথা ছিল। ফেরার সময়ও হয়ে এসেছে। ওরা ছদ্মবেশে আশপাশেই কোথাও আছে আমার জন্যে দাঁড়িয়ে, আমাকে নিতে এসেছে।

আমার কি পালাবার কোনো পথ নেই? আমি যে ফিরতে চাইনা! আমি যে চাই এই রক্তমাংসের মানুষ গুলোর ভালো মন্দ নিজের সারা গায়ে মেখে নিতে। আমি যে বেশ আছি এই মানুষগুলোর হিংসা কুৎসা আক্রমণ হতাশা কে নিজের মধ্যে আত্তীকরণ করে। আমার বেশ লাগে রাস্তার কাদা, বেশ লাগে গাড়ির ধোঁয়া, কান ঝালাপালা করা কর্কশ অস্তত্ব, চামড়া পড়া গন্ধ, চোরাবালির মত খিদে আর মৃতের মত গভীর ঘুম।

আমি তো ভাবতে বসেছিলাম এটাই আমার বাস্তব, এটাই আমার পরিবার, এরাই সব আমি। এখন কি সত্যিই ফিরতে হবে? পালানোর একটা শেষ চেষ্টা করলে সেটা কে কি সবাই আত্মহত্যা বলে ভাববে?

৮

সবাই হাঁটছিলো। সব্বাই। কোথায় যাচ্ছিল বা কোথা থেকে আসছিল সেটা করার জানা ছিলনা হয় তো। জানার কথাও না। সবাই বলাবলি করছিল যে ওরা বাড়ি যাচ্ছে। কোথায় বাড়ি? বাড়িতে কি কেউ অপেক্ষায় ছিল? কে? আশ্রয়ের খোঁজে কোথায় কোথায় পৌঁছে যায় মানুষ। আশ্রয় কি আদৌ ওদের কোনোদিন ছিল যে আজ ওরা খুঁজে পাবে? তাও হাঁটছিলো।

রাস্তা সুনসান। জন মানবহীন। কোনো গাড়ি ঘোড়ার প্রশ্নই নেই। জুতো চটি ছিন্নভিন্ন হয়ে গেছে অনেক টা পথ আগেই, খিদেতে কুঁকরে যাওয়া পাকস্থলীর মত। পায়ের চামড়া, রক্তমাংস নাকে কাঁদুনি বন্ধ করে গুম হয়ে গেছে। তাও হাঁটা থামেনি ওদের।

কেউ পৌঁছতে পেরেছিল কিনা সে খবর কেউ রাখেনি। পৌঁছনোর জন্যে অন্তত একটা গন্তব্য তো লাগে, নাকি? অনিশ্চিত পথে হাজার হাজার মাইল হেঁটে গেছে শুধু জোড়া জোড়া কালো কালো রুগ্ন পা। হত্যা আইনবিরোধী। কিন্তু গণহত্যা না।

"ঘরে ফেরা হয় নাই" শীর্ষক একটি কবিতা পাঠ করলেন এক চিত্রকর, তার একলা সাধনার ঘরে বসে যেখানে উনি ছবি আঁকেন রোজ। খুব ভয় করছিল ওনার, এটাও আসলে ওনার ঘর তো? উনিও অজান্তে শুধু হেঁটেই চলেছেন না তো?

৯

দীর্ঘদিন আধ পেটা খাওয়া দুটো শীর্ণ রুগ্ন খচ্চর জোগাড় করে, একটা ঘোড়ায় টানা গাড়ির অবশিষ্টাংশ তাদের সাথে জুড়ে মোটামুটি একটা গাড়ির চেহারা তৈরি হয়েছে। তার মধ্যে ঠাসা বই এর পাহাড়ে বসে মফস্বল থেকে গ্রামের দিকে রওনা দিয়েছিল ... কতদিন আগে তা আর জানার উপায় নেই। লাইব্রেরী থেকে বই চুরি করবে এই ইচ্ছেটুকু নিয়ে লাইব্রেরীয়ান হওয়ার স্বপ্ন দেখতো ছোটবেলা থেকেই। তারপর মফস্বলের লাইব্রেরী থেকে কত বই যে সে চুরি করেছে তার ইয়ত্তা নেই। একবার ভাবত বিক্রি করে দু পয়সা পেলে কেমন হয়! কিন্তু বইগুলো ওর দিকে তাকিয়ে ওর মধ্যে গলে গলে পড়তো। কি যে সেই মায়া, যে অক্ষরের শাখা প্রশাখায় না জড়িয়েছে, সে জানবেনা।

নিজের কঙ্কাল শরীর কোনো মতে এক কোণে রেখে বাকি টা বই এর পাহাড়ে ভরে দিয়েছিল যাতে ওদেরকে বাঁচানো যায়। পৃথিবী ভেঙেছে, আবার গড়েছে, আবারো ভাঙবে। কিন্তু হাজার হাজার বছর ধরে সেই বই ভর্তি ঘোড়া গাড়িটা চলছে, একটা মানুষ এর কঙ্কাল নিয়ে। তাদের কে টানার ঘোড়া দুটো কবেই মরে গেছে - খিদে যেভাবে যুগযুগ ধরে পৃথিবীর বোঝা বয়ে শেষ হয়ে যায়।

বই এর গাড়িটা চলে। ক্যাঁচকোঁচ শব্দ করে। সভ্যতার অমনিবাস কাটতে পারেনা সময় পোকা।

১০

গত কয়েক দশক হলো, একটা রক্তলালচে আভা দেখা যায় রাতের আকাশে, ঠিক যেদিকটায় নাকি একসময় শুকতারা দেখা যেত। আজকাল রাত বড়, দিন ছোট। অবশ্য আগেও তেমনটাই ছিল।

তফাৎ শুধু ঐ আধ ভাঙা একতলা বাড়ি টা থেকে আর কোনোদিন কান্নার আওয়াজ শোনা যায়না। বাড়ির ছাদে কিছু ধাতব দণ্ড উঠে থাকতো, ভবিষ্যতের নির্মাণের আশা নিয়ে। সমস্ত না পূরণ হওয়া স্বপ্নেরা এভাবেই আকাশের দিকে মুখ তুলে চেয়ে থাকে সহস্র বছর। তারা গোনে। অন্ধকারের আয়নায় নিজেকে তাকিয়ে দেখে।তার চেয়ে ভালো কেউ জানেনা, তার পূর্ণতার বিন্দুমাত্র আশা নেই।

কান্নাটা তখনই দলা পাকিয়ে উঠতো যখন মা এর সাথে রাতে একসাথে শোওয়ার ইচ্ছেটুকুও কেউ কেউ ছিঁড়ে উপড়ে নিত। অদ্ভুত দেখতে কিছু মানুষ, ঠিক মানুষ না, ওদের শরীরে লম্বা লম্বা লোম, চোখগুলো ঠিকরে বেরিয়ে আসছে, নখগুলো নোংরা, চুল উস্কোখুস্কো। কেমন সব ভাষায় কথা বলত। দরজা বন্ধ হলে বিচ্ছিরি শব্দ করত। মা এর শব্দ পাওয়া যেতনা।

একবার মা বলেছিল একটা শব্দ - occupation। পরে সেটা কি বুঝতে গিয়ে জটিলতা আরো বেড়েছিল। কোথাও বলছে জীবিকা। কোথাও বলছে দখলদারি।

বোঝার আগেই সেই যে রাত জুড়ে নামলো বৃষ্টি, আর থামেনি। অনন্তকাল ধরে ধুয়ে চলেছে সমস্তটুকু, দিনরাত। আজকাল শুধু সন্ধ্যে পেরোলে, বৃষ্টির জোর বাড়ে। আকাশের সেই লাল আভায় ভীষণ সুন্দর হয়ে ওঠে চারদিকটা। কেউ দেখেনা। কেউ কাঁদেনা। কোনো দরজা আগের মত রোজ রাতে বন্ধ ও হয়না।বাড়িটার গায়ে এখন সাদা স্ফটিকের পুরু আস্তরণ। বৃষ্টিতে আর জল নেই। সবটাই অ্যাসিড।

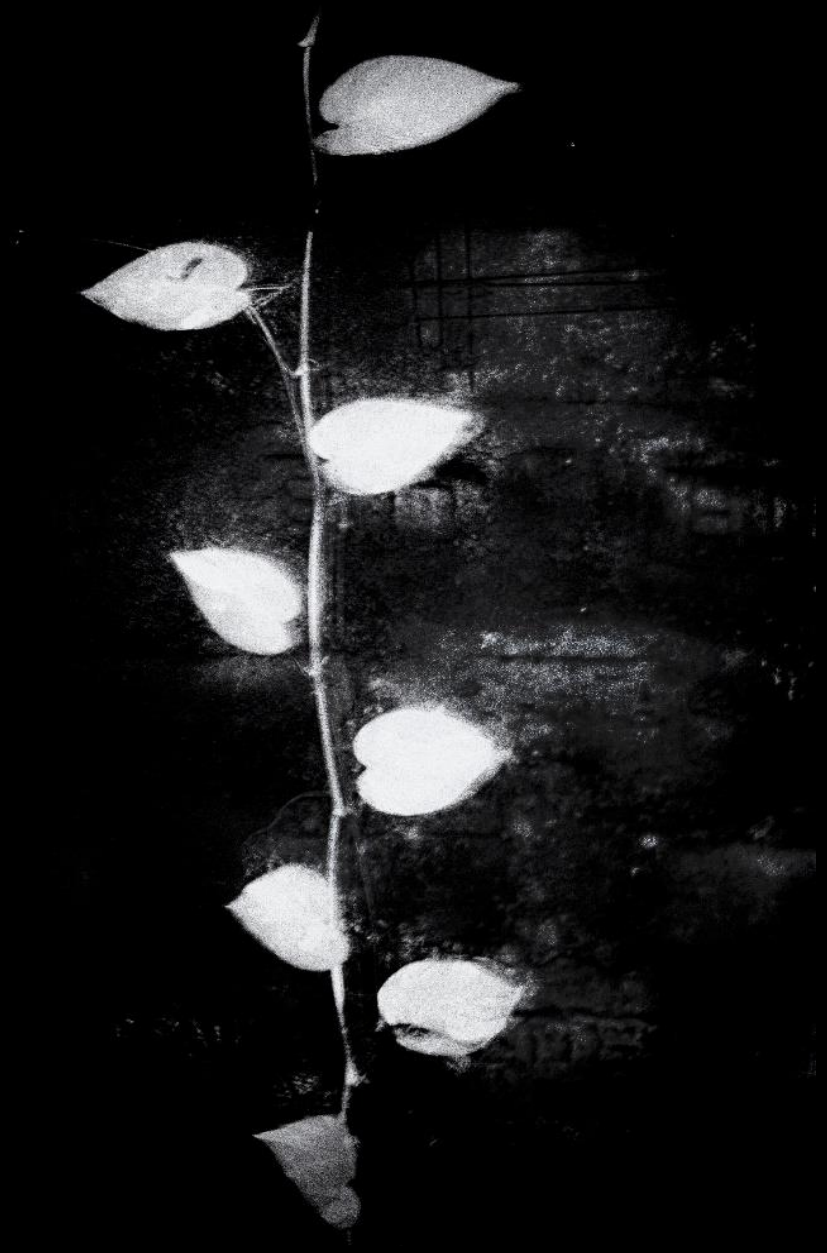

১১

শহরের অন্যতম উঁচু অ্যাপার্টমেন্টের বারান্দা থেকে হাত ফস্কে মোবাইল টা পড়েছিল পাশের খুব সরু এক ফালি জায়গায়।বাড়ির দেওয়াল আর গলির মাঝের একটা অদ্ভুত ঘুপচি জায়গায়। সন্ধ্যে হয়ে আসছিল বলে একটা টর্চ নিয়ে নেমেছিল মানুষ টা। যদি খুঁজে পাওয়া যায়, যদি আস্ত থাকে - এইসব আশায়।

গলিঘুঁজি টায় পৌঁছে আঁতকে উঠলো সে। একি দেখছে সে? জায়গাটা থক থক করছে মাথার ঘিলু তে, শুকনো রক্ত মাখা, অজস্র খুবলে নেওয়া চোখ, তার সাথে ঘিনঘিন করছে কালচে পোকার দল। পোকাগুলো রাতে জ্বলজ্বল করছে। আশেপাশে টর্চের আলোয় দেখা যাচ্ছে অজস্র ঠান্ডা পানীয়র বোতল, কেক বিস্কুট এর প্যাকেট, ভাঙা কলম, কম্পিউটারের পুরনো যন্ত্রাংশ, সিগারেটের টুকরো, প্লাস্টিক এর ব্যাগে মোড়া কুকুরছানা র পচা দেহ, নোংরা পরিষ্কারের আধখাওয়া ব্রাশ, আরো কতকি!! এগুলোই সব ঝকঝকে তকতকে হয়ে বড়ো রাস্তার দুদিকে দোকানে দেখা যেত। আর এখন এখানে এই অবস্থায়? নর্দমা টা যেখানে বড়ো নর্দমায় মিশেছে, সেখানে একটা চারা গাছ উঠেছে। ওটাও কি পচা গলা? দেখতে এগিয়ে গেলো মানুষ টা। রাস্তার এলো সব নিভে গেছে। বড়ো রাস্তার সিগন্যাল ও আর চলছেনা। লোডসেডিং বোধ হয়। পৃথিবীর সব জ্বালানি আজই কি শেষ হওয়ার কথা ছিল? একটু পরেই টর্চের আলো টাও নিভে যেতে চারা গাছটা দেখলো এই জঞ্জালে আর একটা পচা গলা মানুষের শরীর।

আজকাল অবাস্তব সব নিওন আলোগুলো নিজে থেকে জ্বলে ওঠে মধ্যরাতে, নিশুতি রাস্তার ভেঙে যাওয়া সিগন্যাল বাতি দপদপ করতে থাকে খামখেয়ালে,প্লাস্টিক দিয়ে তৈরি সব চারা গাছের পাতারা শুকনো নর্দমার ধরে বসে দৈনিক সালোক সংশ্লেষ সারে।

১২

আমার কোনো এক বছরের জন্মদিনে আমার মাসতুতো বোন আমাকে উপহার দিয়েছিল একটা বনসাই আর তাকে কিভাবে লালনপালন করতে হবে সেই নীয়মাবলির একটি বই। অন্য গাছের সাথে বারান্দায় রাখা ছিল সেই বনসাই। জল সার সব দিতাম পরিমাণ মত। পাড়াএ কেউ না খেয়ে মরেছে শুনলেই তার হাড়গোড় নিয়ে এসে সার বানিয়ে দিতাম গাছটার গোড়ায়। বিশেষত কুকুর বেড়াল। গত বছর শরৎকালে কিছু সাদা পোকার মত দেখতে পেলাম ওটার শাখায়। খুব ধৈর্য্যধরে আতস কাঁচ দিয়ে দেখে বুঝলাম ওগুলো একপ্রকার ছোট পাখির ছানা।অল্প কিছুদিনের মধ্যেই পাখিতে ভরে গেলো বনসাই। সেই পাখির ডিম নিয়ে বিক্রি করার আশায় আসতো এক নারী। পাখির ডিমের বিনিময়ে তার শরীর নিয়ে কিছু খেলাধূলাও করেছি। এমনি এমনি কিছু দিলে সে তো দান হয়। সে দান নেবে না।

এখনো আমার ফাঁকা ফ্ল্যাটে সে ডিমওয়ালি নিশ্চই আসছে। বনসাইএ পাখিও ডাকছে নিশ্চই।

ফ্ল্যাট টা নিশ্চই পাখি তে ভরে গেছে। সমস্তটাই পাখিখামার হয় তো। ওরা হয় তো 'বিষ্ট্ স ওফ্ ইংল্যান্ড' গায় ওদের ভাষায়।

আমি কোথায় কেউ খোঁজ পায়নি। আমার মাসতুতো বোন আরো আগে থেকেই নিরুদ্দেশ। এত্তো মানুষ হারিয়ে গেছে যে সরকার 'নিরুদ্দেশ সম্পর্কে ঘোষণা ' বন্ধ করে দিয়েছে।

হোসে মারিয়া মেরিনো, অতিমারি আর অ্যাবসার্ড অতিবাস্তব কিছু অস্তিত্ব